ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -১০৭৮
আগরতলা, ১৯জুন ২০১৮

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট
রাজ্যবাসীকে নতুন দিশা দেখাবে - মুখ্যমন্ত্রী

আজ রাজ্য বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর পেশকরা ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বাজেট-এর উপর মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, অর্থমন্ত্রী এমন একটি বাজেট পেশ করেছেন যার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা বানিয়ে নতুন দিশা দেখিয়ে স্বনির্ভর করতে চেয়েছেন বাজেটে তা প্রতিফলিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের ৭ম বেতনক্রম প্রদান করার জন্য আনুমানিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলী ত্রিপুরাকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সহায়তা করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে সবচেয়ে বড় বিষয় হল ঘাটতিশূন্য বাজেট এবং পূর্ববর্তী ১৫০০কোটি টাকার উপরে ডিফিসিট কভার আপ করে নতুন বাজেট তৈরী করা হয়েছে।

গুণগত শিক্ষার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য বাজেটে ৪টি নতুন বি.এড কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এরমধ্যে একটি বি.এড কলেজ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। রাজ্যে আই আই আই টি যার কাজ চার বছর ধরে পেন্ডিং ছিল আপাতত এন আই টি বিল্ডিং-এ সেটা এবছর থেকে চালু করা হয়েছে। সরকার তপশিলী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রতিদিন ৫৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫ টাকা করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে কচিকাঁচাদের পুষ্টিকর খাবার রান্নার জন্য এল পি জি গ্যাস ব্যবহার করার জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে। বর্তমান সরকার দুই মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ১ লক্ষের উপর গরীব বোনেদের রান্নার এল পি জি কানেকশন দিয়েছে। সরকার সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করেছেন যে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারগুলিতে একটা বড় অংশের বোনেরা রয়েছেন যারা এখনও লাকড়ি দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে কচিকাঁচাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া, মিড ডে মিলের রান্নার জন্য এল পি জি সংযোগ প্রদান করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু ৭ম পে কমিশন নয়, জনজাতি উন্নয়ন নয়, শুধু ও বি সি বা সংখ্যালঘু উন্নয়ন নয়, সরকার সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের কথা চিন্তা করে একটি স্বনির্ভর বাজেট তৈরী করেছে যা আগামী দিনে রাজ্যেবাসীকে নতুন দিশা দেখাবে। পূর্বেকার বাজেটের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগেকার বাজেটগুলি ছিল তদানীন্তন ধারাবাহিক পর নির্ভরশীল। ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর হওয়ার মত কোন দিশা ছিলনা। কিন্তু বর্তমান সরকার অনেক পরিশ্রম করে এই প্রথমবার জনতার জন্য স্বনির্ভর বাজেট তৈরী করেছে যা সব অংশের মানুষ চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার সরকারের যে স্বপ্ন এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে তা বাস্তবায়িত হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ৭ম বেতন কমিশন গঠন ছাড়াও সরকারের অন্যান্য সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলায় স্বচ্ছতা আনা হয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ২টি নতুন টি এস আর বাহিনী গঠন করা, মহিলাদের সুরক্ষার জন্য টোল-ফ্রি ১০০ নম্বর চালু করা হয়েছে, অ্যান্টিকরাপশন ব্যুরো গঠন, পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চকে আধুনিকীকরণ, নিয়োগনীতিতে স্বচ্ছতা আনার জন্য নতুন নিয়োগনীতি আনা হয়েছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং, ই-স্টামপিং এর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গুনগত শিক্ষার জন্য এন সি ই আর টি-এর সিলেবাস তৈরীর জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জিবি'র ট্রমা সেন্টারে নিউরোলজিস্ট ও নিউরোসার্জন চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

***২য় পাতায়*

আরও ৩টি ট্রমা সেন্টার তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলিকে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলিতে সবধরণের রক্ত পরীক্ষা সহ অন্যান্য টেস্টগুলি বিনামূল্যে করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সাংবাদিকদের জন্য অবসরকালীন পেনশন ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে, জনজাতিদের জন্য দিল্লিতে আই এ এস ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে ২১ হাজার জমিকে হাইরিস্ক জোন চিহ্নিত করে কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। রাজ্যে কুইন আনারস দুবাই-এ রপ্তানি করার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে চাষীরা প্রতি আনারস ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা করে দাম পাবে এবং এতে কৃষকদের আয় বাড়বে। ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে শিল্পপতিরা হয়রানির শিকার না হয়ে সহজেই ত্রিপুরাতে শিল্প গড়তে পারেন। প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ মেধাবী প্রথম ৫ জনকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দক্ষ খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস কর্মীদের সিভিল সার্ভিস এওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনজাতি উন্নয়ন, শিল্প, পূর্ত, পরিকাঠামো উন্নয়ন সর্ব ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। তবু বাজেট ঘাটতিশূন্য। ৭ম বেতন কমিশনের ব্যাপারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভার্মা কমিটির রির্পোট অনুসারে ৭ম বেতন কমিশন প্রদানের জন্য যা বরাদ্দ দরকার হবে তার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন।

****